হাসপাতাল-পরবর্তী রোগীর চিকিৎসা: আলোচনা সভা শহরে

অরিজিৎ মৈত্র

কলকাতা, ৫ মার্চ: দুরারোগ্য ব্যাধি বা দীর্ঘ অসুস্থতায় বিধ্বস্ত আপনজনকে কোনও এক সময় হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে পাঠাতেই হয়। সেখানেই শুরু হয় চিকিৎসা। চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার ও নার্সদের পর্যবেক্ষণ, ওষুধ-পথ্যি, নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা-সহ হাল আমলের বিচিত্র রকমের চিকিৎসা। হাসপাতালের মেয়াদ শেষ করে রোগী বাড়ি ফিরে গেলেও কর্তব্য পূর্ণ হয় না। কারণ ইংরেজিতে 'পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ড' এবং 'পোস্ট-হসপিটাল কেয়ার' নামক দু'টি শব্দ আছে। অসুস্থ মানুষটি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেলে শুরু হয় সেই ধরনের সেবা-শুশ্রূষা মূলত বাড়ির লোককেই করতে হয়। বাড়ির ধারায় এই সেবা সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল হাসপাতালে যাওয়ার আগে ও পরে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য (প্রেসক্রিপশন ও রিপোর্ট) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা ভবিষ্যতের চিকিৎসার সুবিধার্থে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই গত ৪ মার্চ কলকাতার পার্ক হোটেলে 'ইম্প্রুভিং কেয়ার ট্রানজিশনস্' শীর্ষক এক আলোচনাচক্র হয়ে গেল।

'কেয়ার কন্টিনিউয়াম'-এর উদ্যোগে এই আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন অবন্তী গোপান, ডা.অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ডা.সৌমিত্র দত্ত ও ডা.উষা উখাণ্ডে প্রমুখ। বক্তারা আলোচনায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। তাঁদের বক্তব্য, নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরও উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ, সেবা এবং সঠিক সময়ে ওষুধপত্র না দেওয়ায় রোগীকে পুনরায় হাসপাতালে যেতে হয়। যে সমস্যাটা প্রায়ই দেখা যায় সেটা হল, রোগীকে নিয়ম মাফিক দেখাশোনা করা হলেও তার মধ্যে মানবিক স্পর্শের অভাব দেখা যায়। এই ধরনের আচরণ রোগীর নিরাময়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এতে এমনকী অসুস্থ মানুষটি অবসাদের শিকার হতে পারেন। এই বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। গত দু'বছর ধরে এই লক্ষ্যেই 'কেয়ার কন্টিনিউয়াম' নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে কলকাতা শহর ও শহরতলিতে। এই আলোচনাচক্রটি সংস্থার সেই কর্মসূচির অন্যতম অঙ্গ বলে জানালেন এর অন্যতম কর্ণধার মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য ও ডা. রাণা মুখোপাধ্যায়। আলোচনাচক্রের একটি পর্বে দেখানো হয় 'ডিমেনসিয়া' রোগ সংক্রান্ত একটি তথ্যচিত্র। আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন চল্লিশটি সংস্থা এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা নার্সরা।

ইম্প্রুভিং কেয়ার ট্রানজিশনস্ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়।